মায়ানমারকে রুয়ান্ডার পথে যেতে দেবেন না

মূল রচনা: ইনাম আহমেদ ও শাখওয়াত লিটন
প্রকাশ: ডেইলি স্টার,২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭
ভাবানুবাদ: মো. মজিবুল হক মনির, কোস্ট ট্রাস্ট

তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় আগে জাতিসংঘের মহাসচিব এন্টোনিও গিটারস নিরাপত্তা পরিষদের কাছে মায়ানমারে জাতিগত নিধন বন্ধে ব্যবস্থা নিতে একটি চিঠি দিয়েছেন। ১৯৮৯ সালের লেবানন সংঘাতের পর থেকে গত ২৮ বছরে এই ধরনের পদক্ষেপ বিরল। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করার জন্য মায়ানমারকে আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা পরিষদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর দু সপ্তাহ পার হয়েছে।

মনে হচ্ছে, মায়ানমারের সহিংসতা রুয়ান্ডার পথে চলছে- কথা বেশি, কাজ খুবই কম। সে সময় তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল বুট্রোস বুট্রোস-ঘালি অনুতাপ আর রাগের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'এই ব্যর্থতার জন্য আমরা সবাই দায়ী। একটি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বড় বড় দেশগুলোর অনাগ্রহের কারণেই রুয়ান্ডায় ৮ লাখ তুতসিকে হত্যা করার সময় জাতিসংঘ প্রকৃতপক্ষেই বালিতে তার মুখ ঢেকে রেখেছিল। জাতিসংঘ চীন এবং রাশিয়ার প্রতিরোধের মুখে মায়ানমারে শান্তিরক্ষী পাঠানো বা দেশটির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মতো কঠিন কোন পদক্ষেপ নিতে পারছে না।

রুয়ান্ডার মতো, মায়ানমারের বিষয়েও অনেক দিন ধরে জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে । গণহত্যা প্রতিরোধে জাতিসংঘের বিশেষ উপদেষ্টা রোহিঙ্গাদের উপর অক্টোবর গণহত্যার পর ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে চরম বিপদ সংকেত দেন। বিশেষ উপদেষ্টা স্পষ্টভাবেই বলেন, 'এটা এখনই বন্ধ করতে হবে। অপেক্ষা করার আর কোন সময় নেই।'

তার আগে, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন জানিয়ে দেয় যে, 'রোহিঙ্গা শিশুদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে, এমন বিধ্বংসী নিষ্ঠুরতা অসহনীয়। মায়ের বুকের দুধপানরত একজন শিশুকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে, কতটুকু ঘৃণা ও নৃশংসতা থাকলে এটা করা যায়! একজন মা সেই হত্যা দৃশ্য দেখছেন, এমনকি সেসময় তাকে তখন ধর্ষণ করছিল নিরাপত্তাবাহিনী, যাদের কথা ছিল বরং সেই মায়ের নিরাপত্তা দেওয়া।

কিন্তু এর কোন কিছুই এই পৃথিবীকে স্পর্শ করতে পারেনি। রুয়ান্ডার মতো মায়ানমারের কান্না শোনারও মনে হয় সময় নেই কারো।

এই ধরণের দীর্ঘসূত্রিতার পর তিন দিন আগে ইউকে, ইউএসএ এবং ফ্রান্সসহ সাতটি দেশ জাতিসংঘে আরেকটি বৈঠক আহ্বানের আহ্বান জানায়। এর মধ্যে অল্পসংখ্যক যে রোহিঙ্গারা মায়ানমারে ছিল, তারাও পালাতে শুরু করেছে। তারা নাৎসি নির্যাতন ক্যাম্পের মতো ছোট ছোট জায়গায় আটকে আছে। আরও অনেক ভয়ংকর গল্প অপেক্ষা করছে।

মায়ানমার কি তাহলে রুয়ান্ডার পথে যাচ্ছে? আসলে তা নয়, কারণ দেরি হলেও শেষ পর্যন্ত শান্তিরক্ষীরা রুয়ান্ডায় গিয়েছিল। দেশটি পুনর্গঠিত হয়েছে। যে তুতুসি জাতির উপর গণহত্যা চালানো হয়েছিল তাদেরই একজন দেশটির রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত হয়েছেন। অনেক জীবন হারানোর পর ভুলগুলি

শোধরে নেওয়া হয়েছে। পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় একজন তুতসি মহিলা এমন একজন হুতো প্রতিবেশী পুরুষকে বিয়ে করেছেন, যিনি ঐ মহিলার স্বামী ও শিশু সন্তানকে হত্যা করেছিলেন।

কিন্তু মায়ানমারে এমন পুনর্মিলন বা পুনর্গঠনের সুযোগ নাই। ঘৃণারও মনে হয় সেখানে কোন শেষ নেই। কোন দয়ামায়া, বা সুখকর সমাপনীরও সম্ভাবনা নেই। মায়ানমারের নেত্রী অং সান সুচি'র ছয় দশক ধরে এই সহিংসতার জন্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এবং তথ্যের অপপ্রচারকে দায়ী করে আসছেন। সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের বিষয়টি তারা বার বার অস্বীকার করার প্রবণতা মায়ানমারে মানবিক সংকটের কী অবস্থা হচ্ছে তার ধারণা দেয়।

ইতিহাসের সম্ভবত পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে, এবং আমরা জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বুট্রোস বুট্রোস ঘালিকে রুয়ান্ডার গণহত্যা ঠেকাতে বিশ্বের ব্যর্থতার জন্য যেমন ক্ষমা চাইতে দেখেছি, মায়ানমারের গণহত্যার জন্যও হয়ত কোন মহাসচিবকে ক্ষমা চাইতে দেখবো।